সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২২ মে ২০১৫
Dhaka : Friday 8 May 2015

সরাইলে ব্রি ৬৪ ধানের মাঠ দিবস

প্রতিনিধি, সরাইল

মানবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য জিংক একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। বাংলাদেশের মানুষের শরীরে জিংকের তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে দেশে ৪৫% শিশু এবং ৫৭% অপ্রসূতি ও কুমারী জিংকের ঘাটতিতে ভুগছেন। বাঙালির ভাত হল প্রধান খাদ্য, যা মোট ক্যালীর চাহিদার প্রায় ৭০% পূরণ করে। কিন্তু ভাত থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের মধ্যে জিংক এর যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। খাদ্য হিসেবে গ্রহণকৃত ভাতে জিংক এর ঘাটতির বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষকগণ নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬৪ জাতটি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাতটি বাণিজ্যিকভাবে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১৪ সালে অনুমোদন দিয়েছে। এই জাতটির প্রতি কেজি চালে ২৪ মিলি গ্রাম জিংক থাকে। গত মঙ্গলবার সরাইল উপজেলার কালীকচ্ছ গ্রামে এগ্রিকালচারাল এডভাইজরী সোসাইটি (আস) ও হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশের যৌত উদ্যোগে জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান৬৪ বিস্তারে মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উদ্ভাবিত জাতটির উপর বিবরণ দিলেন হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশের সহায়তায় এগ্রিকালচারাল এডভাইজরী সোসাইটি (আস) এর হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ম্যানেজার ড. এমকে বাশার। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ নুরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লার সিএসও এবং প্রধান ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, হারভেস্টপ্লাস-বাংলাদেশ এর এসিও আবু হানিফা, হারভেস্টপ্লাস-বাংলাদেশ এর এসএসএমএন্ডই মোঃ ওয়াহিদুল আমিন, সরাইল উপজেলার কৃষি অফিসার সাধন কুমার গুহ মজুমদার, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম বদরুল হক প্রমুখ।